

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ২৭১৩

১৬/ হাজ (হজ/হজ) (كتاب الحج)

পরিচ্ছেদঃ ৬. ইহরামের পূর্বে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং তাতে মিশ্ক ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়া। আর সুগন্ধির ঝিলিক অবশিষ্ট থাকা দৃষণীয় বা হাওয়া

আরবী

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، _ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، _ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمرَ _ عَوَانَةَ، _ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمرَ رضى الله عنهما _ عَنِ الرَّجُل، يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُصبِحَ مُحْرِمًا أَنْصَبَحُ طِيبًا لأَنْ أُطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إلِّيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أُطَّلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُحِبُ أَنْ أُصبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أُطلِي بِقَطِرَانٍ أَدْبُنُ تُهَا أَنَّ ابْنَ عُمرَ قَالَ مَا أُحِبُ أَنْ أُصبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطلِيهِ بِقَطِرَانٍ أَحْبُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبُتُ رَسُولَ اللّهِ طَلِيهِ وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

বাংলা

২৭১৩। সাঈদ ইবনু মানসূর ও আবৃ কামিল (রহঃ) ... ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু মুনতাশির (রহঃ) থেকে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) কে এমন এক ব্যাক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলম যে সুগন্ধি মেখেছে, অতঃপরভার হয়েছে মুহরিম অবস্থায়। তিনি বললেন, আমি এটা পছন্দ করিনা যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখা অধিক পছন্দনীয় মনে করি।

অতঃপর আমি (মুহাম্মদ) আয়িশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, "আমি এটা পছন্দ করিনা যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা লাগানো অধিক শ্রেয় মনে করি।" তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন, আমি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার ইহরাম বাধার সময় সুগন্ধি মেখে দিয়েছি। এরপর তিনি তার স্ত্রীদের নিকট চক্কর দিলেন এরপর ভোরবেলা ইহরাম বাঁধলেন।[১]

English



Muhammad b. al-Muntashir reported on the authority of his father:
I asked 'Abdullah b. 'Umar (Allah be pleased with them) about a person who applied perfume and then (on the following) morning entered upon the state of Ihram. Thereupon he said: I do not like to enter upon the state of Ihram shaking off the perfume. Rubbing of tar (upon my body) is dearer to me than doing this (i. e. the applying of perfume), I went to 'A'isha (Allah be pleased with her) and told her that Ibn 'Umar stated:" I do not like to enter upon the state of Ihram shaking off the perfume. Rubbing of tar (upon my body) is dearer to me than doing it (the applying of perfume)." Thereupon 'A'isha said: I applied perfume to the Messenger of Allah () at the time of his entering upon the state of Ihram. He then went round his wives and then put on Ihram in the morning.

ফুটনোট

১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব এবং ইহরাম বাঁধার পর তা অবশিষ্ট থাকায় কোন দোষ নেই। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদদের এই মতঃ তাদের মধ্যে রয়েছেন সা;দ ইবন আবৃ ওয়াক্কাস (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ), ইবন যুবায়র (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ), আয়শা (রাঃ), উম্মু হাবীবা (রাঃ), ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, সুফইয়ান সাওরী, আবু ইউসুফ, আবু দাউদ (রহঃ) প্রমুখ। ইমাম যুহরী, মালিক, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী এবং একদল সাহাবী ও তাবেঈর মতে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জামারাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ ও মাথা কামানোর পরে তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয, কিন্তু ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয নয়। যেসব হাদিসে ইহরাম বাঁধার পূর্বেই সুগন্ধির চিহ্ন দূর করার নির্দেশ রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগন বলেন, তা সুগন্ধি ছিল না; বরং তা ছিল জাফরানের রং- তাই তা মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নির্দেশটি ৮ম হিজরীতে দেওয়া হয় এবং অনুমতি সম্পর্কিত নির্দেশটি ১০ম হিজিরীতে বিদায় হজ্জের সময়কার। অতঃপর পূর্বোক্ত নির্দেশ শেষাক্ত নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (আন-নববী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৩,৩৭৮; ফাতহুল মুলহিম ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৮)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন